খোলা চোখে

অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের বোনদের বলছি

হাসান ফেরদৌস

‘অন্নদাপ্রসাদ’ এই নামে ভোলায় যে কোনো গ্রাম রয়েছে, মাসখানেক আগেও আমি জানতাম না। এখন জানি। শুধু যে গ্রামের নাম জানি তাই নয়, আপনাদের এই গ্রামের অনেকের নামও জানি, অনেকের ছবিও দেখেছি। ভীতসন্ত্রস্ত মেয়েদের ছবি। যে সম্ভ্রম তারা হারিয়েছে, তার লজ্জায় আহত, বেদনার্ত তাদের চোখ। দুটি মেয়ের ছবি দেখেছি, তাদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। কেবল দুই জোড়া অসহায় চোখ দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে দেখছে। আমি সে চোখে ঘৃণা খুঁজি। পাই না, কেবল দেখি ভীতি। একটি কিশোরী, বড়জোর ১২ বা ১৩, দেয়ালের আড়াল থেকে দেখছে। একটি মাত্র চোখ, অথচ সেখানে সারা পৃথিবীর অশ্রু যেন জড়ো হয়েছে। ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেওয়া বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়াদের ছবি দেখেছি। সম্ভ্রম গেছে, সারা জীবনের সঞ্চয় গেছে, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও গেছে। এখন এই মাঠ ও খোলা আকাশই তাদের শেষ আশ্রয়।

আপনাদের সবার নাম আমি জানি না, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি, আপনারা প্রত্যেকেই আমার বোন। কথা ছিল, দায়িত্ব ছিল আপনাদের সম্ভ্রম বাঁচাব, আপনাদের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াব। পারিনি, সে ব্যর্থতার লজ্জায় আবার মাথা এখন আনত। আমাকে ক্ষমা করুন। বাংলাদেশের প্রতিটি অক্ষম, অসহায় ভাইয়ের হয়ে আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। যেসব নরপশু আপনাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে, যারা আপনাদের সামান্য সঞ্চয় তছনছ করেছে, যারা আপনাদের গৃহহারা করেছে, তারা বাঙালি নয়। যে নামেই তারা নিজেদের পরিচয় দিক না কেন, তারা মানুষও নয়। ’৭১-এ এদের আমরা দেখেছি, এদের দেখেছি ’৯২-এ। এদের প্রত্যেককে আমরা চিনি, তাদের নামধাম জানি, তারপরও এদের টুঁটি চেপে ধরতে পারিনি, তাদের নিঃশেষ করতে পারিনি। কী গভীর ব্যর্থতা ও লজ্জার সেই কাহিনী!

বোন শেফালী রানী দাসকে বলছি। আপনার ‘নাকফুল’ হারানোর কথা পত্রিকায় পড়েছি আর চোখের জলে ভেসেছি। আমি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই প্রচণ্ড বর্ষায় কর্দমাক্ত গ্রামের পথ ধরে ক্রাচে ভর দিয়ে পালাতে চেষ্টা করছেন আপনি। গ্রামে আপনার নিকটাত্মীয়রা সবাই ততক্ষণে সদর রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে। কী জানি কেন আরো আগে পালাতে চেষ্টা করেননি। হয়তো ভেবেছিলেন আপনার পর্ণকুটির আক্রান্ত হবে না। ভেবেছিলেন মাঝবয়সী এই রমণীর দিকে লোভী চোখে এগিয়ে আসবে না কোনো কুকুর। কাঁচা রাস্তা ছেড়ে আপনি ধানের ক্ষেতের আল ধরে এগোতে চেষ্টা করছেন। কাঁদায় পিছলে কতবার আছাড় খেয়েছেন, তার হিসাব নেই। বুক পর্যন্ত পানি, তা ঠেলে আর এগোতে পারছেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আপনার পরিচিত গঙ্গাদের বাড়ির পুরনো পুকুর ধরে হাঁটছেন আপনি। ওদের হলুদ ক্ষেতের কাছে আসতে না আসতেই এক দল কুকুর আপনার ওপর লাফিয়ে পড়ল। হাতভর্তি লুঠের মাল, চোখে লালসা। তাদের কেউ ‘ঈশ্বর মহান’ বলে চিৎকার করেছিল কি না জানি না। আপনারও তা মনে নেই। শুধু মনে আছে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে হাজার বছরের ক্ষুধা নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। কোথায় ছিটকে পড়ল আপনার ক্রাচ, কোথায় হারাল পুঁটলিতে রাখা খানিকটা চিঁড়েগুড়, কে জানে!

আপনি ‘নাকফুল’ হারালেন।

একদল মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একটি অসহায়, প্রায় পঙ্গু মহিলা সম্ভ্রম হারাচ্ছে। তাদের চোখে মুখে কী উল্লাস, কী স্ফূর্তি! পুরুষ, সে কেবলি পশু, মানুষ নয়। না, সে মানুষ নয়। স্ফূর্তি শেষে লুটেরাদের দল ফিরে চলে, সম্ভবত নতুন শিকারের সন্ধানে, আপনি ভাঙা ক্রাচ জোড়া সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়ান। এখনো তো অনেকটা পথ বাকি সদর রাস্তার।

২.

সরকার প্রথমে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলা-দেশে কোনো দাঙ্গা হয়নি, লুটপাট হয়নি, সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটেনি। যখন তথ্যপ্রমাণ হাজির করা হলো, দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদ উঠল, অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সরকার বাহাদুর তখন জানালেন, হয়তো দু-একটি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আমরা তদন্ত করে দেখছি। একাত্তরের কথা মনে পড়ে? হানাদাররা বলেছিল, সব বাজে কথা। পরে তারাও স্বীকার করেছে অল্পস্বল্প হত্যা ও ধর্ষণ হয়তো হয়েছে।

এবারের হানাদার ঘরের মানুষ। প্রতিবেশী হয়ে একই গ্রামে বা পাশাপাশি গ্রামে থেকেছে বছরের পর বছর। এখনি সুযোগ, এই ভেবে আক্রমণ করেছে প্রতিবেশী বোনকে, ভাইকে। এরা প্রত্যেকেই খুনি, একাত্তরের হানাদারদের সঙ্গে তাদের কোনো ফারাকই নেই। পাকিস্তানিরা তাদের খুনিদের পক্ষে সাফাই কেন গেয়েছিল তা বুঝি। রক্ষকই সে সময় ভক্ষক। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত সরকারকে এইসব খুনি ও ধর্ষণকারীদের পক্ষ নিয়ে সাফাই কেন গাইতে হবে, তা বুঝি না। অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, দেশের পত্রপত্রিকায় তার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিবিসি সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করেছে, এএফপি সরেজমিন তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হত্যা ও ধর্ষণের তালিকা প্রকাশ করেছে। এরপরও না না বলে লুকাবে কী করে সরকার? তার চেয়েও বড় কথা, এতবড় মানবিক অপরাধকে লুকাতে চাইবেই বা কেন তারা? তাহলে কি বুঝতে হবে পাকিস্তানি জেনারেলদের মতো তারাও এই অপরাধের সমর্থক? এর পেছনে তারাও ইন্ধন জুগিয়েছে?

এমনকি কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত দেখেছি 'না, কিছু হয়নি' বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন। একজন জাঁদরেল সম্পাদক যুক্তি দেখিয়েছেন, সংখ্যালঘুরা দেশ ছেড়ে ভারতে যাচ্ছে, সে তো খুব ভালো কথা। ভারতে তারা আর সংখ্যালঘু থাকবে না। এই সম্পাদককে কী করে বোঝাই, যারা ভয়ে পালাচ্ছে তারা আপনার দেশের মানুষ, আপনারই ভাইবোন। এদের প্রত্যেককে রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আপনার সরকার।

আরেক এনজিও বুদ্ধিজীবী দেখলাম, উষ্মার সঙ্গে লিখেছেন, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। দুচারটি ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে এত শোর তোলার কী আছে? এই বুদ্ধিজীবী প্রবরকে আমার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে করে, ঠিক কতজন হিন্দু মারা গেলে, কতজন হিন্দু মেয়ে ধর্ষিত হলে, কতগুলো মন্দির ভাঙা হলে তারপর আপনার বিবেচনায় শোর তোলা যেতে পারে?

সংখ্যালঘুরা পৃথিবীর সর্বত্রই দুঃশাসন, বৈষম্য ও আক্রমণের শিকার। সমাজের তারা দুর্বলতম অংশ, আক্রান্ত হয় তারা সে কারণেই। যে সমাজে সরকার এই বৈষম্য ও আক্রমণের সমর্থক, সেখানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি, কারণ সরকারের মেলে ধরা ছাতার নিচে অপরাধীরা অনায়াসে আশ্রয় পেয়ে যায়। যেখানে বুদ্ধিজীবীরা নানা ছল-ছুঁতায় সে আক্রমণ ও বৈষম্যের পক্ষে যুক্তি এগিয়ে দেন, সেখানেও অপরাধীরা নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ পায়। বাংলাদেশে স্পষ্টতই সেই ঘটনাটিই ঘটেছে। প্রতিটি হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের জন্য তাই সরকার ও এসবের পক্ষে সাফাই গাওয়া বুদ্ধিজীবীরাও দায়ী। যারা চুপ করে আছেন, চোখ বুজে দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা ভয়ে ঘরের কপাট আগলে বসে আছেন, অপরাধী তারাও।

আমি প্রবাসী, এখানে আমিও সংখ্যালঘু। আমি ধর্মের দিক থেকে সংখ্যালঘু, বর্ণের দিক থেকেও। এ দেশে বর্ণ ও আয়ভিত্তিক নানা রকম বৈষম্য আগে থেকেই ছিল। গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর সম্প্রদায়গত ও বর্ণবাদী হামলা এবং হয়রানি আরো বেড়েছে। শুধু মুসলমান, আরব বা দক্ষিণ এশীয়, এই কারণে হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছেন অনেকেই। দুটি খুনের ঘটনাও ঘটেছে। কোনো ধর্ষণ হয়নি তা ঠিক, কিন্তু পথে-ঘাটে তিরস্কারের ঘটনা ঘটেছে বিস্তর।

আপনারা শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে, এসব ঘটনা যে ঘটছে তা লুকানোর কোনো চেষ্টা সরকারি বা বেসরকারি কোনো পর্যায়েই করা হয়নি। সবচেয়ে জোর গলায়, সবচেয়ে কঠোর ভাষায় যারা সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন দেশের রাষ্ট্রপতি ও আইনমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট বুশ এ দেশে মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের সঙ্গে যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন, আক্রান্তদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আইন ভাঙার যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, তার প্রত্যেকটির তদন্তভার নিয়েছে পুলিশ ও বিচার বিভাগ। উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে এ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান তথ্য মাধ্যম। একটি মূলধারাভুক্ত পত্রিকা হেনস্থার ঘটনার দৈনিক তালিকা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন ধর্মের যাজকরা যৌথভাবে বিবৃতি দিয়েছেন, মিছিল করেছেন। মানববন্ধনে অংশ নিয়েছেন সব ধর্মের সব বয়সের মানুষ।

আইন যারা ভাঙে তারা অপরাধী। কিন্তু সে অপরাধের প্রতিকারের উদ্যোগ না নিলে, সরকার নিজেও অপরাধী বনে যায়, সে অপরাধের অংশীদার হয়ে পড়ে। অপরাধের প্রতিবাদ না করলে সুশীল সমাজ অপরাধী বনে যায়, অপরাধী বনে যায় বুদ্ধিজীবী। এখন আপনারাই হিসাব করে বলুন, বাংলাদেশে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেল, তার জন্য দায়ী কারা? সে অপরাধে অভিযুক্ত কতজন?

৩.

নিতান্ত তুচ্ছ হলেও, অন্নদা প্রসাদ গ্রামের বিপর্যস্ত বোন ও ভাইদের জন্য একটি আশ্বাসের কথা জানাতে চাই। এই গ্রামের অত্যাচারিত ছিন্নমূল সংখ্যালঘুদের সাহায্যার্থে প্রবাসীরা এগিয়ে এসেছে। 'দৃষ্টিপাত' এই নামের আমেরিকাভিত্তিক একটি সংগঠন তাদের পুনর্বাসনে সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। কম বা বেশি যত টাকাই উঠুক, এই সংগ্রহের প্রতিটি পয়সায় থাকছে প্রবাসীদের ভালোবাসা ও প্রতিবাদের চিহ্ন। শুধু আমেরিকাতে নয়, অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে ইংল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়ায়, সুইডেনে। 'চেয়ে দেখ' এই নামে একটি প্রচার অভিযানও শুরু হয়েছে। যারা আক্রান্ত হলো তারা সংখ্যালঘু হলেও এদের প্রত্যেকেই আমাদের নিকটাত্মীয়, আমাদের বন্ধু, স্বদেশবাসী। যেখানে, যত দূরেই থাকি না কেন, এদের পাশে এসে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। এই প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য এই কথাটা বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দৃষ্টিপাতের উদ্যোগে একটি ওয়েবসাইটও তৈরি হয়েছে। আক্রান্ত অনেকের কাহিনী, তাদের ছবি এখানে আছে। শেফালী দাসের কাহিনীটিও যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্টারনেটে www.drishtipat.org–এই ঠিকানায় যে কেউ সে কাহিনী পড়ে দেখতে পারেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে লড়াই, তা সমাজের ভেতরের লড়াই। একটা সমাজ কতটা সভ্য ও পরিণত,

এই লড়াই-এর তীব্রতা থেকে তা আঁচ করা সম্ভব। সন্দেহ নেই বাংলাদেশের ভেতরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। দেশের বাইরেও বাঙালিরা সে লড়াইতে জড়িত। 'দৃষ্টিপাত' তার প্রমাণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক, দেশের ভেতরে এবং বাইরে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটাই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সে কথা স্পষ্ট।

নিউইয়র্ক, ১৪.০১.০২

হাসান ফেরদৌস : লেখক ও কলামিস্ট।